লিভোলিভ

লিভারের গোলযোগ ও লিভার সুরক্ষায় ফলপ্রদ

বিবরণ ঃ
লিভোলিভ সিরাপ এ ব্যবহৃত ভেষজ উপাদান গুলোর সক্রিয় উপাদান বিটেইন, ইনুলিন সমূহ শরীরের অতিরিক্ত বিলিরুবিনকে দেহ থেকে বের করে দেয় ফলে বিলিরুবিন এর মাত্রা কমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে জন্ডিস ভাল হতে থাকে। লিভোলিভ এর মধ্যস্থ রাইনোলিক এসিড লিভার এর কোষ ও নালীর উত্তেজনা কমায় এবং কোষ গুলোকে সবল ও সতেজ করে। এতে ব্যবহৃত গাওজবান এর নির্যাসে এন্টিবায়োটিক এক্টিভিটিস আছে যাহা *Staphylococcus aureus* এবং *Escherichia* কে নষ্ট করে। লিভোলিভ ইউরিন এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেহের অতিরিক্ত পানি বের করতে সাহায্য করে অর্থাৎ ইডিমা বা শোথ রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এতে ব্যবহৃত হার্বসে 'এনথ্রোনোলোস' পুরিসি এবং কনস্টিপেশনে এ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ।

উপাদান ঃ প্রতি ৫ মিলি এ আছে

কাসনী মূল	৪০০ মিগ্রা
কাসনী বীজ	২০০ মিগ্রা
গোলাপ ফুল	২০০ মিগ্রা
শাপলা ফুল	১০০ মিগ্রা
গাওজবান	১০০ মিগ্রা
কছুছ বীজ	১৫০ মিগ্রা
রেউচিনি	৩০০ মিগ্রা

এবং অন্যান্য উপাদান
(সূত্র ঃ শরবত দীনার, বা. জা.ই.ফ) ইউনানী ঔষধ

কার্যকারিতা ঃ লিভারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। জন্ডিস নিরাময় করে। হজমে সহায়তা করে। ক্ষুধামন্দা দূর করে। পরিপাক ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। ত্বক মসৃণ, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময় করে। কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। ব্রন, মেছতা, নিরাময় করে। খাদ্য ও ঔষধ বিশোষণে সহায়তা করে। যকৃত প্রদাহ, জরায়ু প্রদাহ, শোথ, ফুসফুসের আবরক ঝিল্লির প্রদাহ নিরাময় করে।

সেবন বিধি ঃ প্রাপ্তবয়স্ক ঃ ৩-৪ চা চামচ দিনে ২-৩ বার খাবারের পর সেব্য। অপ্রাপ্তবয়স্ক ঃ ১-২ চা চামচ দিনে ২-৩ বার খাবারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

প্রতিনির্দেশ ঃ কোন প্রতিনির্দেশ নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঃ নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

সতর্কতা ঃ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সংরক্ষণ ঃ আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন ।

পরিবেশনা ঃ ১০০ মিলি এবং ৪৫০ মিলি পি.ই.টি বোতল।

Neptune
নেপচুন ল্যাবরেটরীজ লিঃ
গাজীপুর-বাংলাদেশ